তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৩৩০

**সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রীর ভগ্নিপতি আমানত উল্যাহর ইন্তেকালে তথ্যমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২৭ কার্তিক (১২ নভেম্বর) :

 নোয়াখালীর কৃতী সন্তান সাবেক ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর অভ রেজিস্ট্রেশন এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের ভগ্নিপতি মোঃ আমানত উল্যাহ'র ইন্তেকালে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 আজ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৭৩ বছর বয়সে তার ইন্তেকালের সংবাদে তথ্যমন্ত্রী প্রয়াতের আত্মার শান্তি কামনা করেন ও শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

 ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর কোম্পানীগঞ্জের চৌধুরীহাট বি. জামান জুনিয়র হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন কোম্পানীগঞ্জের মেহেরুন্নেছা গ্রামে জন্মগ্রহণকারী আমানত উল্যাহ। পরে ১৯৬৯ সালে ইস্ট-পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সাব-রেজিস্ট্রার পদে যোগদান করেন। জেলা রেজিস্ট্রার হিসেবে তিনি ভোলা, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় দায়িত্ব পালন শেষে ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর অভ্‌ রেজিস্ট্রেশন হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

 দেশের বিভিন্ন স্থানে দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনকারী মরহুম আমানত উল্যাহ ছিলেন একজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব। চাকরির সুবাদে তিনি ফটিকছড়ি কলেজ, ফটিকছড়ি গার্লস জুনিয়র হাই স্কুল, ফটিকছড়ি নর্থ দরুম প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া কোম্পানীগঞ্জে চৌধুরীহাট কলেজও তার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানীগঞ্জের মেহেরুন্নেছা স্কুলকে মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি মরহুম আমানত উল্যাহ সমাজসেবায়ও অবদান রেখেছেন।

 মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ছাড়াও চার ছেলে এবং তিন মেয়ে রেখে গেছেন। তার সন্তানরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। তার ছেলেদের মধ্যে ড. মামুনুর রশিদ দারুস সালাম ইউনিভার্সিটি, ব্রুনাই-এ অধ্যাপনায় নিয়োজিত। ব্যক্তিজীবনে মরহুম আমানত উল্যাহ ছিলেন একজন বন্ধুবৎসল, ন্যায়পরায়ণ ও পরোপকারী ব্যক্তিত্ব।

 শুক্রবার কোম্পানীগঞ্জের নিজ বাড়িতে সকাল ৯টায় নামাজে জানাজা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করার কথা পারিবারিক সূত্রে জানানো হয়েছে।

#

আকরাম/খালিদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩২৯

**দুর্যোগ সহনীয় জাতি গঠনে কাজ করছে সরকার**

 **-- ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৭ কার্তিক (১২ নভেম্বর) :

 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা: মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, ষাটের দশক পর্যন্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ধারণা ছিল মূলত ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত । দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মানেই ছিল দুর্যোগ পরবর্তী পদক্ষেপ। তিনি বলেন, ত্রাণভিত্তিক কার্যক্রম থেকে বেরিয়ে এসে সরকার দুর্যোগ সহনীয় জাতি গঠনে কাজ করছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ বা বন্ধ করা সম্ভব নয়। কিন্তু দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস ও প্রশমন করে তা যথাযথভাবে মোকাবিলা করতে পারলে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত ‘ভয়াল ১২ নভেম্বর : উপকূলীয় অঞ্চল রক্ষায় টেকসই বেড়িবাঁধ’ শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, ঘূর্ণিঝড় আম্পানে পূর্ব প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে ১৪ হাজার সাইক্লোন শেল্টারে ২৪ লাখ লোক-সহ গৃহপালিত পশু-পাখি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যথাসময়ে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছিল। ফলে প্রাণহানি ও জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, উপকূলীয় এলাকা-সহ সমগ্র দেশের যেখানে প্রয়োজন নদীসমূহের ড্রেজিং, নদী শাসন ও নদী তীরবর্তী এলাকায় বাঁধ দিয়ে বন্যাসহ ঘূর্ণিঝড়ের মতো যে কোনো দুর্যোগ থেকে এলাকাবাসীকে রক্ষায় সরকার বিপুল কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করবে। এতে করে বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এছাড়া সরকার সারা দেশে আরো এক হাজার সাইক্লোন শেল্টার এবং এক হাজার মুজিবকিল্লা নির্মাণ করবে। প্রতিটি মুজিবকিল্লা হবে চার তলা বিশিষ্ট। সাইক্লোন শেল্টার এবং মুজিব কিল্লাসমূহে শিশু,নারী ও বয়োবৃদ্ধদের জন্য থাকবে আলাদা টয়লেট ও বিশেষ ব্যবস্থা।

 উপকূল ফাউন্ডেশনের সভাপতি এম আমিরুল হক পারভেজ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তৃতা করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মেজবাহ উদ্দিন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী এ এম আমিনুল হক, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. একেএম সাইফুল ইসলাম এবং এবং জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি সাইফুল আলম।

#

সেলিম/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২০১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৩২৮

**পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে উইমেন চেম্বার অভ্‌ কর্মাসের নেতৃবৃন্দ-সহ নারী উদ্যোক্তাদের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ২৭ কার্তিক (১২ নভেম্বর) :

 পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সাথে গতকাল ঢাকায় তাঁর দপ্তরে ঢাকা, সিলেট রংপুর, সিরাজগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ উইমেন চেম্বার অভ্‌ কমার্সের নেতৃবৃন্দ-সহ নারী উদ্যোক্তারা সাক্ষাৎ করেন।

 এ সময় নারী উদ্যোক্তাগণ মনিপুরী, শীতলপাটি, পাটজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য, তাঁতশিল্প, বেত শিল্পসহ দেশীয় উৎপাদিত অপ্রচলিত পণ্য বিদেশে রপ্তানির আগ্রহ প্রকাশ করেন। এসব পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্র তৈরি ও দিগন্ত উন্মোচন এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ীদের সাথে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের সম্পর্ক উন্নয়নে তাঁরা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সহযোগিতা কামনা করেন।

 মন্ত্রী নারী উদ্যোক্তাদের এ ধরনের উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। ড. মোমেন বলেন, ইতোমধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অর্থনৈতিক কূটনীতি ও জনকূটনীতি চালু করেছে। এর মাধ্যমে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশীয় পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হবে বলে মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

 এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিলেট উইমেন চেম্বারের সভাপতি স্বর্ণলতা রায়, ঢাকা উইমেন চেম্বারের সভাপতি নাজ ফারহানা আহমেদ, সিরাজগঞ্জ উইমেন চেম্বারের সভাপতি শারিতা মিল্লাত, রংপুর উইমেন চেম্বারের সভাপতি আনোয়ার ফেরদৌসী পলি এবং সুনামগঞ্জ উইমেন চেম্বারের সভাপতি হোসনা হুদা।

#

তৌহিদুল/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩২৭

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর শেগুফতা বখত চৌধুরীর মৃত্যুতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শোক

ঢাকা, ২৭ কার্তিক (১২ নভেম্বর) :

 বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর শেগুফতা বখত চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

 এক শোকবার্তায় মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর তিনি বাংলাদেশের আমদানি ও রফতানি ব্যুরোর চিফ কন্ট্রোলার ছিলেন। বাংলাদেশের ভঙ্গুর অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে তিনি অবদান রাখেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অত্যন্ত স্বার্থক নীতিমালা ওয়েজ আর্নার্স স্কিম তৈরিতে তিনি সহযোগিতা করেন।

 ড. মোমেন মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

#

তৌহিদুল/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৩২৬

**বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন**

ঢাকা, ২৭ কার্তিক (১২ নভেম্বর) :

বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলামের বিশেষ উদ্যোগে গৃহীত প্রকল্প সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি অনুমোদন দিয়েছে।

আজ সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে ইনসিনারেশন পদ্ধতিতে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রস্তাব অনুমোদন করে।

মন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই ঢাকা শহরের অন্যতম সমস্যা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত নেন বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের। এজন্য দফায় দফায় সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সভা করেন। স্থানীয় সরকার মন্ত্রী এ বিষয়ে অভিজ্ঞ দেশ-বিদেশের বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং প্রক্রিয়াকরণ কমিটির সুপারিশের আলোকে Private Sector Power Generation Policy-1996 এর আওতায় BOO ভিত্তিতে IPP হিসেবে China Machinery Engineering Corporation-CMEC কর্তৃক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে ৪২.৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার বর্জ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিম্নোক্ত ট্যারিফে 'No Electricity, No Payment' এর ভিত্তিতে ইনসিনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে। আগামী ২০ মাসের মধ্যে China Machinery Engineering Corporation-CMEC এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। চুক্তির মেয়াদ ২৫ বছর।

স্পন্সর কোম্পানি নিজ ঝুঁকিতে প্লান্ট স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বহন এবং উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ বিভাগের নিকট বিক্রির মাধ্যমে তাদের ব্যয় নির্বাহ করবেন। সিটি কর্পোরেশন প্লান্ট স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জমির সংস্থান এবং নিয়মিত বর্জ্য সরবরাহ করবে।

ইনসিনারেশন প্রক্রিয়ায় বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান সুবিধা হচ্ছে, এই প্লান্টটি চালু হলে সেখানে প্রতিদিন তিন হাজার মেট্রিক টন বর্জ্য সরবরাহ করতে হবে। এই পরিমাণ বর্জ্য সরবরাহ করতে না পারলে উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে প্রতি মেট্রিক টন ঘাটতি বর্জ্যের জন্য এক হাজার টাকা হারে স্পন্সর কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। যেহেতু প্রতিদিন তিন হাজার মেট্রিক টন বর্জ্য প্রয়োজন হবে তাই এই পরিমাণ বর্জ্য সংগ্রহ করতে হলে আর যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা পড়ে থাকবে না।

এই প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং জেলা পর্যায়ে ইনসিনারেশন পদ্ধতিতে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে সরকার।

#

হায়দার/ফারহানা/মোশারফ/সেলিম/২০২০/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৩২৫

টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর সাথে ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

**করোনাকালে বাংলাদেশের শক্তিশালী অর্থনৈতিক অর্জনকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ ভিয়েতনামের**

ঢাকা, ২৭ কার্তিক (১২ নভেম্বর) :

 ভিয়েতনাম বাংলাদেশের ডিজিটাল প্রযুক্তির উন্নয়ন-সহ করোনাকালেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি অর্জনকে উন্নয়নের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বারের সাথে আজ ঢাকায় বাংলাদেশের ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত ফাম ভিয়েত চিয়েন (Pham Viet Chien) অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রশংসা করেন।

 সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট দ্বি-পক্ষীয় বিভিন্ন বিষয়াদি বিশেষ করে ডিজিটাল প্রযুক্তি উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

 মন্ত্রী বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যকার বিদ্যমান চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিন্ন ইতিহাস রয়েছে। দু’দেশের জনগণই নিজ নিজ দেশকে স্বাধীন করতে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছে। তিনি সরকারের গত এগারো বছরে ডিজিটাল অবকাঠামো ও প্রযুক্তি-সহ দেশের সার্বিক উন্নয়ন তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরের যাত্রা প্রাথমিক স্তর থেকে বাংলাদেশ শুরু করেছে। করোনাকালে দেশের মানুষের দ্বিগুণেরও বেশি ইন্টারনেট চাহিদা মিটিয়ে নিরবচ্ছিন্ন সেবা দিয়ে ডিজিটাল বাণিজ্য-সহ জীবনযাত্রা সচল রয়েছে।

 রাষ্ট্রদূত ভিয়েত চিয়েন ভিয়েতনামের পোস্ট ও টেলিকম মন্ত্রীর পক্ষ থেকে বাংলাদেশের ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীকে তাঁর দেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশের বিশাল অর্জন দেখে তিনি খুব খুশি। বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ এর সঙ্গে ভিয়েতনামের উন্নয়ন পরিকল্পনায় মিল থাকার কথাও বলেন রাষ্ট্রদূত।

#

শেফায়েত/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩২৪

ভূমি মন্ত্রণালয়ের সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২৭ কার্তিক (১২ নভেম্বর) :

 কিছুসংখ্যক দুর্নীতিবাজ অসাধুচক্র নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর জাল করে ভুয়া নিয়োগপত্র প্রদান করছে, এছাড়া কেউ কেউ বদলির কথা বলে মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থায় কর্মরতদের থেকে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে, এমনকি ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নাম ভাঙিয়ে সরাসরি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে চাঁদা দাবি করছে। এ সম্পর্কে ভূমি মন্ত্রণালয় কিংবা এর আওতাধীন কোনো দপ্তর ও সংস্থার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই।

 ভূমি মন্ত্রণালয় কিংবা এর আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থায় চাকুরি প্রদানের নাম করে বদলির ভুয়া তদবিরে কিংবা মন্ত্রণালয়ে কর্মরতদের নাম ভাঙিয়ে কেউ যদি অর্থ দাবি তথা চাঁদা দাবির মতো গুরুতর ও দণ্ডনীয় ফৌজদারি অপরাধ করে তাহলে তৎক্ষণাৎ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবহিত করার জন্য বলা হয়েছে। এছাড়া অসাধুচক্রের কর্মকাণ্ডে বিভ্রান্ত না হয়ে সতর্ক থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়েছে।

 ভূমি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কোনো তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ‘তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা’ ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোঃ আব্দুর রহমান (মোবাইল নম্বর - ০১৭১৮৬৩৩৩৭৫) এর কাছ থেকে যাচাই করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক ওয়েব পোর্টাল - Ôminland.portal.gov.bdÕ অথবা ‘[minland.gov.bd](http://minland.gov.bd/)’ এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম - www.facebook.com/minland.gov.bdÕ যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

#

নাহিয়ান/ফারহানা/খালিদ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২১২১ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩২৩

**সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ইতিবাচক ব্যবহারে অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে**

 **-- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৭ কার্তিক (১২ নভেম্বর) :

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, সমাজের সকল স্তরের মানুষকে মিথ্যা ও গুজবের বিরুদ্ধে সচেতনভাবে মোকাবিলা করতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার করে একটি মহল অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ভুয়া ও মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আবার বিষয়ের গভীরে না গিয়ে আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেজবুক প্ল্যাটফর্মে অনেকেই দেশ, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সি’র উদ্যোগে তিন মাসব্যাপী ‘আসল চিনি’ ক্যাম্পেইনের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জুম অনলাইনে সংযুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 গুজবের বিরুদ্ধে সকলকে সজাগ ও তৎপর থাকতে হবে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল প্রযুক্তির শক্তি ও সোস্যাল মিডিয়ার ইতিবাচক ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে শিক্ষক ও অভিভাবকদের আরো সচেতন হতে হবে।

 পলক বলেন, চারটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে চারটি আলাদা আলাদা ধাপে সাজানো হয় ‘আসল চিনি’ ক্যাম্পেইন। প্রথমত, মিথ্যা ও গুজব সম্পর্কে মানুষকে জানানো, দ্বিতীয়ত মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা, তৃতীয়ত মানুষকে সম্পৃক্ত করা এবং মিথ্যা আর গুজবের উৎস বের করে রিপোর্ট করতে অনুপ্রাণিত করা। তিনি নিরাপদ বাংলাদেশ গড়তে সন্তানদের মানবিক ও গুণগত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-সহ সমাজের সকলকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান।

 ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সি’র মহাপরিচালক ও এলআইসিটি প্রকল্প পরিচালক মো. রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত হয়ে বক্তব্য দেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, বিসিসির নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেব, এলআইসিটি প্রকল্পের পলিসি এডভাইজার সামি আহমেদ, বেসিসের সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবীর, উইমেন অ্যান্ড ই-কমার্স ফোরামের প্রেসিডেন্ট নাসিমা আক্তার নিশা, বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা আরিফ হাসান অপু ও গুজবের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণকারী তসলিমা বেগম রেনুর মামা নাসির উদ্দিন টিটো।

 পরে প্রতিমন্ত্রী সমাপনী অনুষ্ঠানে ‘আসল চিনি’ ক্যাম্পেইনের বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেন।

#

শহিদুল/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩২২

**নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতেই বিএনপি’র নির্বাচনে অংশগ্রহণ**

 **---তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৭ কার্তিক (১২ নভেম্বর) :

 তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতেই বিএনপি নির্বাচনে অংশ নিয়েছে-তাদের কথাতেই এটি প্রতিফলিত হয়।’

 আজ রাজধানীর সরকারি বাসভবন থেকে অনলাইনে জাতীয় প্রেসক্লাবে স্বাধীনতা পরিষদ আয়োজিত ‘গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহিদ নূর হোসেন’ শীর্ষক সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতাশেষে ঢাকা-১৮ আসনের উপনির্বাচনে বিএনপিপ্রার্থীর ‘নির্বাচন সুষ্ঠু হবার উপায় নেই’ মন্তব্যের প্রতি সাংবাদিকরা দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মন্ত্রী একথা বলেন।

 ড. হাছান বলেন, ‘বিএনপিকে বলবো, তারা যে পথে হাঁটছেন, যেভাবে নির্বাচন বানচাল করার জন্য অতীতে মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করেছেন, বানচাল করতে ব্যর্থ হয়ে নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন, এটি দেশের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং আজকেও নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার যে অপচেষ্টা, সেটিও মানুষ প্রত্যাখ্যান করবে।’

 ‘আমরা চাই দেশে একটি শক্তিশালী বিরোধী দল থাকুক’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘শক্তিশালী বিরোধী দল থাকলে দেশে গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বিএনপি নিজেদের মধ্যে অনৈক্য ঘুচাতে এবং শক্তিশালী হতে পারছে না। বিএনপি যদি তাদের এই ষড়যন্ত্রের পথ পরিহার না করে, মানুষকে জিম্মি করা, পেট্রোল বোমায় পুড়িয়ে হত্যার পথ পরিহার না করে, তাহলে বিএনপির পক্ষে কখনো আর জনগণের প্রিয় হওয়ার কোনো সুযোগ নাই।’

 মন্ত্রী বলেন, ‘আজ ঢাকা উত্তরে এবং সিরাজগঞ্জে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত এক যুগে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে, এতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, একইসাথে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পেয়েছে, জনগণ তো অন্য কোনো দলকে ভোট দেয়ার কথা নয়। সুতরাং বিএনপি এই নির্বাচনে পরাজিত জেনেই নির্বাচনে অংশ নিয়েছে নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য। সে লক্ষ্যেই বহু আগে থেকে তারা এই কথাবার্তাগুলো বলে আসছে, আজকেও সে একই কথার প্রতিধ্বনি। নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার যে সংস্কৃতি তারা লালন করছে, সাত সমুদ্র-তেরো নদীর ওপারের অনেকের সাথে এটি মিলে যাচ্ছে। আমি তাদের বলবো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন থেকে শিক্ষা নিতে।’

 ড. হাছান এসময় শহিদ নূর হোসেনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, ‘শহিদ নূর হোসেন জীবন দিয়ে তার জীবন্ত পোস্টারকে চিরস্মরণীয় করে রেখে গেছেন। যে গণতন্ত্রকে বাংলাদেশে বারবার শিকলবন্দি করা হয়েছে, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নূর হোসেন-সহ আরো মানুষের রক্তের বিনিময়ে সেই গণতন্ত্র মুক্তি পেয়েছে। গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলনে নূর হোসেনের জীবন্ত পোস্টার দেশের ইতিহাসে জীবন্ত হয়েই থাকবে, গণতন্ত্রের ইতিহাসে তার নাম সবসময় রক্তাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে।’

 বাংলাদেশ স্বাধীনতা পরিষদের উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা আকরাম হোসাইনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক
মোঃ শাহাদত হোসেন টয়েলের সঞ্চালনায় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু আহমেদ মান্নাফী, শহিদ নূর হোসেনের ভাই আওয়ামী মটরচালক লীগের সভাপতি আলী হোসেন, আওয়ামী লীগ নেতা এডভোকেট বলরাম পোদ্দার, এম এ করিম, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক অরুণ সরকার রানা, সাবেক ছাত্রনেতা মানিক লাল ঘোষ প্রমুখ সভায় বক্তব্য দেন।

#

আকরাম/ফারহানা/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৮০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩২১

**দুই প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইনে জরিমানা**

ঢাকা, ২৭ কার্তিক (১২ নভেম্বর) :

 তথ্য অধিকার আইনে প্রদানযোগ্য তথ্য হওয়া সত্ত্বেও আবেদনকারীর প্রার্থিত তথ্য না দেওয়ায় বরিশালের বানারীপাড়া উপজেলার বর্তমান উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোঃ মহসিন-উল-হাসান এবং সাবেক উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোছাঃ রুনু বেগমকে তিনহাজার করে মোট ছয় হাজার টাকা জরিমানা করেছে তথ্য কমিশন।

 আজ তথ্য কমিশনে ভার্চুয়াল শুনানিশেষে এ নির্দেশ দিয়েছে তথ্য কমিশন। শুনানি করেন প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ, তথ্য কমিশনার সুরাইয়া বেগম এবং তথ্য কমিশনার ডক্টর আবদুল মালেক।

 বরিশাল জেলায় বানারীপাড়া উপজেলার মোঃ সিদ্দিকুর রহমান উক্ত উপজেলার ২নং ইলুহার ইউনিয়নের চল্লিশ দিনের কর্মসূচির বিভিন্ন প্রকল্পের ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ সিপিসির নাম, মাস্টার রোল, লেবারদের তালিকা প্রভৃতি তথ্য চেয়ে তৎকালীন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোছাঃ রুনু বেগমের কাছে তথ্য অধিকার আইনে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেন। রুনু বেগম তথ্য প্রদান না করলে আবেদনকারী পরবর্তীতে আপিল করেন। আপিল করেও তথ্য না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

 উক্ত অভিযোগের বিষয়ে তথ্য কমিশনে শুনানিতে প্রমাণিত হয় সাবেক কর্মকর্তা তথ্য প্রপ্তির আবেদন গ্রহণ করে দীর্ঘদিন তথ্য প্রদান করেননি। বর্তমান কর্মকর্তা যোগদান করে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়টি জেনেছেন। তিনি তথ্য প্রদানযোগ্য জেনেও আবেদনকারীকে তথ্য প্রদান করেননি। শুনানিঅন্তে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তথ্য অধিকার আইনে উভয়কে তিনহাজার করে মোট ছয় হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং আগামী ৭ দিনের মধ্যে আবেদনকারীর চাহিত তথ্য প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়।

 তথ্য অধিকার আইনে তথ্য কমিশনে আজ ৮টি অভিযোগের শুনানিশেষে ৮টি অভিযোগেরই নিষ্পত্তি করা হয়।

#

লিটন/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩২০

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৭ কার্তিক (১২ নভেম্বর) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৭ হাজার ১১২ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৮৪৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৪ লাখ ২৭ হাজার ১৯৮ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ১৩জন-সহ এ পর্যন্ত ৬ হাজার ১৪০ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৩ লাখ ৪৪ হাজার ৮৬৮ জন।

#

হাবিবুর/ফারহানা/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৩১৯

**ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ২০২১ উদ্‌যাপন সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় প্রস্তাব উত্থাপন**

**বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রদানের সময়ের সাথে মিল রেখে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ**

**সরকারি-বেসরকারি টেলিভিশন, বেতার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একযোগে সম্প্রচার করা হবে**

ঢাকা, ২৭ কার্তিক (১২ নভেম্বর)

 ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদানের সময়ের (বিকাল ৩টা ২০ মিনিটে) সাথে মিল রেখে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ একই সময়ে দেশব্যাপী সকল সরকারি-বেসরকারি টেলিভিশন, বেতার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একযোগে সম্প্রচার করা হবে। এ উপলক্ষ্যে জাতীয় অনুষ্ঠান যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত হবে যেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সশরীরে/অনলাইনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানানো হবে। প্রাথমিকভাবে ৭ মার্চের ভাষণ সাবটাইটেল আকারে জাতিসংঘের ৬টি অফিসিয়াল ভাষায় এবং পরবর্তীতে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের সহায়তায় সর্বাধিক সংখ্যক ভাষায় অনুবাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দিবসটি জাতীয় 'ক' শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উক্ত দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারী করবে।

 সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এর সভাপতিত্বে আজ সকালে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত 'ঐতিহাসিক ৭ মার্চ' দিবসকে প্রথমবারের মত জাতীয় দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন সংক্রান্ত  আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এসব প্রস্তাব করা হয়।

 সভায় আরো যেসব বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাঁর মধ্যে রয়েছে- বৈদেশিক মিশনসমূহে যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্বের সঙ্গে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদ্‌যাপন, জাতীয় কর্মসূচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্ব-স্ব কর্মসূচি প্রণয়নপূর্বক দিবসটি উদ্‌যাপন, সকল জেলা ও উপজেলায় জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং জেলা শিল্পকলা একাডেমির মাধ্যমে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন, জেলা উপজেলা ও জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানসমূহে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পৃক্তকরণ, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর-সংস্থার নিজস্ব কর্মসূচি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন, ঐতিহাসিক ৭ মার্চ যথাযথভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব সেল গঠন, দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রদান, ক্রোড়পত্র তৈরি, সকল সরকারি-বেসরকারি প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি।

 সভায় উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. বদরুল আরেফীন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব তপন কান্তি ঘোষ। সভায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

 উল্লেখ্য, ইউনেস্কো (UNESCO) ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে 'ডকুমেন্টারি হেরিটেজ' তথা ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এ ভাষণের তাৎপর্য অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ১৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ প্রদত্ত ভাষণের দিনটিকে 'ঐতিহাসিক ৭ মার্চ' দিবস হিসাবে ঘোষণা এবং দিবসটিকে 'ক' শ্রেণিভুক্ত জাতীয় দিবস হিসাবে ঘোষণা করে পরিপত্র জারী করে। পরিপত্রে উল্লেখ করা হয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় দিবসটি উদ্‌যাপনের উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয় হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে। তবে দিবসটি উদ্‌যাপনে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত করা হবে। দিবসটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আগামী প্রজন্মের মধ্যে যথাযথভাবে সঞ্চারণের লক্ষ্যে উক্ত কর্মকাণ্ডে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সংযুক্ত করা হবে।

#

ফয়সল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কামাল/মাসুম/২০২০/১৬১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৩১৮

**আধুনিক সুবিধার পাশাপাশি আধুনিক সমস্যা ও নিরূপণ করতে হবে**

 **- এলজিআরডি মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৭ কার্তিক (১২ নভেম্বর) :

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, শুধু আধুনিক সুযোগ-সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করে নয় আধুনিক সমস্যার কথাও বিবেচনায় রেখে নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে হবে।

 মন্ত্রী আজ রাজধানীর প্রেস ইনস্টিটিউট অভ্ বাংলাদেশ (পিআইবি)-তে নগর উন্নয়ন সাংবাদিক ফোরাম-বাংলাদেশ (ইউডিজেএফবি) এর সাংবাদিকদের জন্য নগর পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, শহরমুখী মানুষকে জোর করে আটকানো যাবে না, প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা পৌঁছে দিতে হবে। এজন্যই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ‘আমার গ্রাম, আমার শহর’ এর বিশেষ অঙ্গীকার করেছে। আর এই আধুনিক নগরীর সুযোগ-সুবিধা দিতে গিয়ে যেন আধুনিক সমস্যা তৈরি না হয় সেদিকে আমাদের সকলকে খেয়াল রাখতে হবে। এ বিষয়ে তিনি নগর পরিকল্পনাবিদসহ সংশ্লিষ্টদের বাস্তবভিত্তিক পরামর্শ দেয়ার আহ্বান জানান।

 ঢাকা শহরকে বাসযোগ্য, পরিবেশবান্ধব ও টেকসই করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত ভাবে সম্প্রসারণ করতে হবে উল্লেখ করে মন্ত্রী ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান-ড্যাপের আহ্বায়ক জানান, হাতিরঝিল থেকে গুলশান-বনানী-মহাখালী এবং বালু নদী পর্যন্ত ওয়াটার কানেক্টিভিটি তৈরির জন্য সরকার পরিকল্পনা করছে।

 এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ঢাকা শহরের সবগুলো খালকে হাতিরঝিলের আদলে তৈরি করে এগুলোতে ওয়াকওয়ে ও ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট করা হবে এবং এ লক্ষ্যে প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। রাজধানীতে ট্রাফিক জ্যাম লাঘব করতে হলে মেট্রোরেল, সাবওয়ে এবং রাস্তা করার পাশাপাশি ওয়াটার সার্ভিস চালু করতে হবে বলেও তিনি জানান।

 রাজধানীতে সু-উচ্চ বিল্ডিং নির্মাণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, একটি বড় বিল্ডিংয়ে যে পরিমাণ মানুষ বসবাস করবে তাদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ক্লিনিক, শপিংমল বিনোদনসহ অন্যান্য ইউটিলিটি সার্ভিস নিশ্চিত না করলে মানুষের চলাচল হ্রাস পাবে না যার ফলে রাস্তায় ট্রাফিক বৃদ্ধি পাবে।

 সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, সরকারের মিশন এবং ভিশনে একাত্মতা ঘোষণা করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উন্নত সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে একযোগে কাজ করতে হবে।

 পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি সাইফুল আলম এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অভ্ প্ল্যানার্স (বিআইপি) এর সভাপতি অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ।

 পরে, স্থানীয় সরকার মন্ত্রী প্রশিক্ষণার্থী সাংবাদিকদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন।

#

হায়দার/অনসূয়া/কামাল/কুতুব/২০২০/১৬১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৩১৭

**শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছুটি বাড়লো**

ঢাকা, ২৭ কার্তিক (১২ নভেম্বর) :

 অতিমারি করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলার লক্ষ্যে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চলমান ছুটি আগামী ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। আজ শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

#

ফয়সাল/অনসূয়া/কামাল/কুতুব/২০২০/১৫৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৩১৬

**ডিজিটাল কমার্স মানুষের প্রয়োজনের সাথে মিশে গেছে**

 **- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৭ কার্তিক (১২ নভেম্বর) :

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, মানুষের জীবনের অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে ডিজিটাল-কমার্স। করোনাকালে ডিজিটাল কমার্স মানুষের জীবন ধারায় এক অভাবনীয় পরিবর্তনের সূচনাও করেছে। এই অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে হবে।

 মন্ত্রী গতকাল রাতে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অভ্ বাংলাদেশ (ই-ক্যাব) এর ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যতে ব্যবসা বাণিজ্য হবে সম্পূর্ণ ডিজিটাল, প্রচলিত শোরুম ভি্ত্তিক ব্যবসা থাকবে না। ডিজিটাল-কমার্সের আজকের বাস্তবতার কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশে ডিজিটাল কমার্স যেভাবে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে সব ধরনের পণ্যসেবা ডিজিটাল বাণিজ্যের আওতায় এসেছে। স্বল্প সময়ে ডিজিটাল-কমার্সের বিস্তৃতি অভাবনীয়।

 মন্ত্রী বলেন, এই খাতের চ্যালেঞ্জের জায়গাগুলো যা ছিলো তার প্রায় সবগুলোই অতিক্রান্ত হয়েছে। বড় চ্যালেঞ্জটি ছিলো পণ্য গ্রাহক পর্যায়ে নিরাপদে পৌঁছানো। ডাক অধিদপ্তরের ৪৩ হাজার কর্মীবাহিনী এবং গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ডাক অধিদপ্তরের বিশাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে সেটাও সফলভাবে অতিক্রম করা হয়েছে। করোনাকালে বিনা মাশুলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রান্তিক কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য ও দেশব্যাপী কোভিড চিকিৎসা সামগ্রী পৌছে দেওয়ার প্রসংগ তুলে ধরে বলেন, ডিজিটাল বাণিজ্য সম্প্রসারণে ডাকঘরের দেশব্যাপী বিশাল নেটওয়ার্ক ও জনবল কাজে লাগাতে আমরা কাজ শুরু করেছি। মানুষ সহসাই এর সুফল পাবে।

 তিনি আরো বলেন, গত এগারো বছরে প্র্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে শত শত বছরের পশ্চাৎপদতা অতিক্রম করে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন দৃশ্যমান। নতুন প্রজন্মের কর্মস্পৃহা হচ্ছে এই ডিজিটাল কমার্সের অগ্রগতির মূলশক্তি। ষষ্ঠ বছর পূর্তিতে তিনি ই-ক্যাবকে অভিনন্দন জানান এবং ডিজিটাল কমার্সের উন্নয়নে ই-ক্যাবের অব্যাহত কর্ম প্রচেষ্টা ছাড়াও ই-ক্যাবের মানবসেবা ও শিশুদের জন্য প্রকল্প এবং প্রান্তিক কৃষকের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ধন্যবাদ জানান।

 ই-ক্যাবের সভাপতি শমী কায়সার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ই-ক্যাবের সহসভাপতি সাহাব উদ্দীন শিপন, কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য আশীষ চক্রবর্তী, আসিফ আহনাফ, জিয়া আশরাফ ও সাইদ রহমান বক্তব্য রাখেন।

#

শেফায়েত/অনসূয়া/কামাল/কুতুব/২০২০/১৫৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর:৪৩১৫

 **গত ১ বছরে প্রায় ৯ কোটি বৃক্ষ রোপণ হয়েছে -পরিবেশ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৭ কার্তিক (১২ নভেম্বর):

 পরিবেশ, বন জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো: শাহাব উদ্দিন বলেছেন, মুজিববর্ষের কর্মসূচি-সহ গত এক বছরে বন বিভাগের মাধ্যমে দেশে মোট ৮ কোটি ৬১ লাখ ৬২ হাজার বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। এসকল বৃক্ষ জলবায়ু পরিবর্তন রোধ, কার্বন নিঃসরণ প্রশমন, অক্সিজেনের মাত্রা বৃদ্ধি, খাদ্য-পুষ্টিসহ দেশের বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধিসহ দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

 আজ তথ্য অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিনামূল্যে এক কোটি বৃক্ষের চারা বিতরণ ও রোপণ কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, মুজিববর্ষের এক কোটি চারা রোপণের পাশাপাশি চলতি বছরে বন অধিদপ্তর কর্তৃক ১৪ হাজার ৬৬৯ হেক্টর ব্লক বাগান, ১ হাজার ৬১০ কিলোমিটার স্ট্রিপ বাগান এবং উপকূলীয় এলাকায় ১০ হাজার ৭৭ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজনের মাধ্যমে ৭ কোটি ৪৬ লাখ ৮২ হাজার চারা রোপণ করা হয়েছে। এছাড়াও জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে মোট ১৪ লাখ ৮০ হাজার বিভিন্ন প্রজাতির বনজ, ফলদ ও ঔষধি বৃক্ষের চারা সারাদেশে রোপণের জন্য বিতরণ করা হয়েছে। এসব গাছের সঠিক পরিচর্যা করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান।

 তিনি বলেন, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব সত্বেও যথাসময়ে আমরা কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ জুলাই গণভবণ প্রাঙ্গণে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে এক কোটি গাছের চারা রোপণের কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এর পর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতায় এক কোটি চারা বিতরণ ও রোপণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

 মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের নিরলস প্রচেষ্টায় বৃক্ষরোপণ অভিযান এক নতুন গতি লাভ করেছে। এই চারাগুলো বৃক্ষে পরিণত হলে আগামী ৫ বছর জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে উপজেলাভিত্তিক বৃক্ষ আচ্ছাদন পরিমাপের উদ্যোগ নেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের এ উদ্যোগ একটি স্মারক নিদর্শন হয়ে থাকবে বলে তিনি এসময় মন্তব্য করেন।

 সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমির পরিমান ২৫ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে সরকার। বনের গাছ রক্ষায় সরকার জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে।

 এসময় পরিবেশ, বন ও জলবাযু পরিবর্তন মন্ত্রণালযের সচিব জিয়াউল হাসান এনডিসি, প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকার, পরিবেশ, বন ও জলবাযু পরিবর্তন মন্ত্রণালযের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ড. মো: বিল্লাল হোসেন এবং প্রধান বন সংরক্ষক মো: আমীর হোসাইন চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/অনসূয়া/কামাল/মাসুম/২০২০/১৪৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৩১৪

**অতিরিক্ত যাত্রী উঠানোয় বিআরটিসি’র গাড়ি চালক সাময়িক বরখাস্ত**

ঢাকা, ২৭ কার্তিক (১২ নভম্বের) :

 আসনের অতিরিক্ত যাত্রী উঠানোয় বিআরটিসি’র গাড়ি চালককে সাময়িক বরখাস্ত এবং ডিপো ম্যানেজারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয়েছে।

 গতকাল সন্ধ্যায় বিআরটিসি’র (ঢাকা মেট্রো-ব-১১-৫৭৯৮) নম্বর বাসটিতে অতিরিক্ত যাত্রী এবং মাস্ক ছাড়া যাত্রী পরিবহণের বিষয়টি সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এর নজরে আসে। মন্ত্রী বিআরটিসি’র চেয়ারম্যানকে তাৎক্ষণিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন।

 বাসের চালক সোহরাব হোসেনকে আজ সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। এছাড়া বাসটি মোহাম্মদপুর ডিপোর অধীনে পরিচালিত হওয়ায় কর্তব্যে অবহেলার জন্য ডিপো-ম্যানেজার নূর-এ-আলমকে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে।

 উল্লেখ্য, বিআরটিসি’র বাসে আসনের অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহন না করা, যাত্রী ও বাস চালক এবং সহকারীকে মাস্ক পরিধান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

#

নাছের/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কামাল/মাসুম/২০২০/১৪৫৮ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৩১৩

**পাকিস্তানিদের অবহেলায় ’৭০ এর ঘুর্ণিঝড়ে ১০ লাখ মানুষ  মারা যায়**

 **-মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৭ কার্তিক (১২ নভেম্বর) :

 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের  অবহেলার কারণে '৭০ এর ১২ নভেম্বরের ঘুর্ণিঝড়ে ১০ লাখ মানুষ  মারা যায়। পাকিস্তানিরা ঘুর্ণিঝড়ের আগাম কোন তথ্য  দেয়নি। বিদেশিদের নিকট হতে সাহায্য পেলেও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কোন সাহায্য আসেনি।  এমনকি ঘুর্ণিঝড়ে মৃত্যুর সংখ্যা নিয়েও তারা মিথ্যাচার করেছিল।

 আজ ঢাকার বিয়াম অডিটোরিয়ামে ‘দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রা‌সে ঘুর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) স্বেচ্ছাসেবা’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: মোহসীন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, সিপিপি'র পরিচালক আহমাদুল হক, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মহাসচিব মোঃ ফিরোজ সালাহউদ্দিন এবং সিপিপি'র প্রথম পরিচালক মুহাম্মদ সাইদুর রহমান বক্তব্য রাখেন।

 মন্ত্রী বলেন, অবজ্ঞার জবাব বাঙালিরা দিয়েছিল’ ৭০ এর নির্বাচনে পাঞ্জাবিদের প্রত্যাখ্যান করে পরে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে তাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করে শেষ জবাব দিয়েছিল বাঙালিরা।

 মন্ত্রী বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় এবং মানুষের জানমাল রক্ষায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম মুজিব কিল্লা নির্মাণ করেন। তিনি   ১৯৭৩ সালে দুর্যোগ প্রশমনে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান 'ঘুর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি' প্রতিষ্ঠা করেন, যা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। বঙ্গবন্ধুর ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রমে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছেন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে  বাংলাদেশ এখন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিশ্বে রোল মডেল।

 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলেন,  সিপিপি'র স্বেচ্ছাসেবকদের সাহসিকতা এবং আন্তরিক কার্যক্রমের জন্য বাংলাদেশে ঘুর্ণিঝড়ে মৃত্যু সংখ্যা  অনেক কমে এসেছে।

 অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন স্থান হতে আগত সিপিপি'র স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে দুর্যোগে জীবন ও সম্পদ রক্ষায় অবদানের জন্য ৭৯ জন স্বেচ্ছাসেবককে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

#

মারুফ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কামাল/মাসুম/২০২০/১৪৩০ ঘণ্টা